‘মুখতাসার আল-জাওয়াবুল কাফী/ আদ-দাউ ওয়াদ দাওয়া’ গ্রন্থের অনুবাদ

আত্মার ওষুধ

মূল

ইমাম ইবনুল-কাইয়্যিম ﵀

অনুবাদ

মহিউদ্দিন রূপম

অনুবাদ-সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ---- ০৮

একটি প্রশ্ন ---- ১৫

প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে ---- ১৯

দুআ: একটি উপকারী ওষুধ ---- ২৩

কল্যাণ-অকল্যাণের সম্পর্ক—আমলের সাথে ---- ২৮

ইস্তিগফারের ভুল ব্যাখ্যা ---- ৩২

আল্লাহর প্রতি সুধারণা ---- ৩৭

দুনিয়ার ধোঁকা ---- ৪৬

খাঁটি আশা এবং অলীক বাসনা ---- ৫১

পূর্ববর্তীদের ওপর পাপের শাস্তি ---- ৫৫

শরীর ও অন্তরের ওপর পাপের কুপ্রভাব ---- ৬০

পাপের বংশবিস্তার ---- ৬৬

জমিনে পাপের কুপ্রভাব ---- ৭৬

পাপ আত্মসম্মান নিভিয়ে দেয় ---- ৭৯
পাপের লাঞ্ছনা ---- ৮৩
পাপ সাওয়াব বিনষ্টকারী ---- ৮৯
অন্তরের ওপর পাপের কুপ্রভাব ---- ৯৩
পাপীর কারাগার ---- ১০২
পাপের অনিবার্য শাস্তি ---- ১১১
পাপ সম্মান হরণকারী ---- ১১৫
পাপ হীনম্মন্যতার কারণ ---- ১২২
পাপের শত্রুতা ---- ১২৬
পাপ নিরাপত্তা কেড়ে নেয় ---- ১৩৭
পাপের শারঈ শাস্তি ---- ১৪৬
পাপের অনিবার্য শাস্তি ---- ১৫১
মুত্তাকীর ঠিকানা জান্নাত, পাপীর ঠিকানা জাহান্নাম ---- ১৫৬
পাপের সাতকাহন ---- ১৫৯
সগীরা গুনাহ, কবীরা গুনাহ ---- ১৬১
শিরকের নানা প্রকার ---- ১৬৩
ইবাদাতে শিরক ---- ১৬৫
কথায়, কাজে এবং নিয়তে শিরক ---- ১৬৮
শিরকের বাস্তবতা ---- ১৭০
আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা ---- ১৭২
না জেনে কথা বলা ---- ১৭৪

মানব হত্যার পরিণতি ---------- ১৭৫
যিনার পরিণতি ---------- ১৭৮
পাপের দরজা চারটি ---------- ১৮০
যিনার শাস্তি ---------- ১৮৫
খারাপ মৃত্যু ---------- ১৮৮
সমকামিতার পরিণতি ---------- ১৯১
প্রবৃত্তির চিকিৎসা ---------- ১৯২
ভালোবাসায় শিরক ---------- ১৯৭
প্রেমাষ্পদের নানা ধরন ---------- ২০০
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ---------- ২০২
প্রশংসনীয় ভালোবাসা, ক্ষতিকর ভালোবাসা ---------- ২০৪
নিষিদ্ধ প্রেম ---------- ২০৫
প্রেমের ওষুধ ---------- ২০৮
প্রকৃত সুখ ---------- ২১১
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ---------- ২১৩

লেখক পরিচিতি

ইমাম, হাফিজ, ফকীহ, শাইখুল ইসলাম: পুরো নাম আবূ আবদিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর। সংক্ষেপে ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ নামেই তিনি পরিচিত। রহিমাহুল্লাহু তাআলা।

জন্ম ও শিক্ষা জীবন

৬৯১ হিজরির কথা। সফর মাসের তখন ৭ তারিখ। সিরিয়ার দামেস্ক শহরের একটি গ্রাম 'যার'। সেই গ্রামের এক অভিজাত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের এই মহান ইমাম।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ইলম অর্জনে ছিলেন অগ্রণী। তাঁর সময়কার আলিমদের কাছে শেখেন ইলমের বিভিন্ন শাখা। ইলমের প্রতি তাঁর সীমাহীন স্পৃহার কথা বলতে গিয়ে হাফিজ ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইলম, বইপুস্তক, প্রকাশনা, লেখালেখির প্রতি তাঁর ছিল প্রবল ভালোবাসা।[১]

ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'বইপুস্তক হতে তিনি এমন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যা অন্যরা পারেনি। এছাড়া সালাফ ও খালাফদের কিতাবাদির ব্যাপারেও তিনি গভীর বুঝ অর্জন করেছিলেন।'[২]

শিক্ষক ও শাইখগণ

তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর সারিতে আছেন শিহাব নাবলুসি (রহিমাহুল্লাহ)। হাদীস শিখেছেন কাযী তাকীউদ্দীন ইবনু সুলাইমান, কাযী বাদারুদ্দীন ইবনু জামাআহ, শাফীউদ্দীন হিন্দি (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ আলিমগণের নিকট। ফিকহ এবং উসূল

[১] ইবনু রজব, যাইলু তবাকাতিল হানাবিলাহ, ৪/৪৪৯।

[২] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৪/২৩৫।

শিখেছেন ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ হাররানী (রহিমাহুল্লাহ)-র কাছে; আর তাঁর বাবার কাছে শিখেছেন মিরাসের বিষয়াদি।

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)। তাঁর সান্নিধ্যে তিনি ষোল বছর পড়াশোনা করেছেন।

হাফিজ ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'ইলমের বিভিন্ন শাখায় তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন; বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস এবং উসূলের জ্ঞান। ৭২১ হিজরিতে শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) যখন মিশর থেকে ফিরলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে শিখেছেন ইলমের বহু বিষয়, যদিও-বা ইলমের বিভিন্ন ময়দান ইতিপূর্বে পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। এভাবে ইলমের বিভিন্ন শাখায় তিনি হয়ে উঠেন অনন্য।'[৩]

আদব, আখলাক ও ইবাদাত

তিনি আদবকেতায়, ইবাদত বন্দেগীতে কতটা উৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন, তাঁর বহু ছাত্র এবং সঙ্গী-সাথি তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদাতপ্রেমী এবং তাহাজ্জুদ-গুজার একজন বান্দা। সালাত আদায় করতেন দীর্ঘ সময় নিয়ে। অবিরাম যিকরে মশগুল থাকতেন। আল্লাহর প্রতি লালন করতেন গভীর ভালোবাসা। এই ভালোবাসা তাকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে যেতো তাওবার দরজায়, মাওলার প্রতি করে তুলতো বিনয়ী; নম্রতা, দরিদ্রতা এবং অসহায়ত্বের ডানা মেলে দিতেন মাওলার সম্মুখে। আল্লাহর জন্য ভেঙে চুরমার হয়ে যেতেন তিনি। আনুগত্য এবং দাসত্বের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ইবাদাতে তাঁর সমকক্ষ আমি আর কাউকে খুঁজে পাইনি। আর জ্ঞানের দিক থেকেও তিনি আমার দেখা সেরা জ্ঞানী; কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ এবং ঈমানের বাস্তবতা তাঁর চেয়ে বেশি কেউ বোঝে— এমন কাউকে দেখিনি। তিনি নিষ্পাপ নন। তবে পাপ হতে দূরে থাকার ব্যাপারে তাঁর সমতূল্য কাউকে পাইনি।'[৪]

---

[৩] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১৪/২৩৪।

[৪] ইবনু রজব, যাইলু তবাকাতিল হানাবিলাহ, ৪/৪৫০।

ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

‘রব্বুল আলামীনকে তিনি লাগাতার অনুনয়-বিনয় করে ডাকতেন। তাঁর তিলাওয়াত ছিল সুন্দর। অনুপম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুসলিমদের ভালোবাসতেন, কারো প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কারো ক্ষতি চাইতেন না, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না। আমি প্রায়ই তাঁর সোহবতে থাকতাম এবং ছিলামও তাঁর প্রিয়দের একজন। আমি এমন কাউকে চিনি না যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর চেয়ে অধিক ইবাদাতগুজার ছিল। তাঁর সালাত হতো দীর্ঘ, রুকূ-সাজদা করতেন লম্বা সময় নিয়ে। এ জন্য সাথিরা তাঁকে তিরস্কারও করতো। কিন্তু তিনি কোনো ভ্রূক্ষেপ করতেন না, আবার অভ্যাসও ছাড়তেন না। আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।’[৫]

তাঁর ছাত্র এবং রেখে যাওয়া খেদমত

তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের সারিতে আছেন: ইমাম ইবনু কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হি.), ইমাম যাহাবি (মৃত্যু ৭৪৪ হি.), ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি (মৃত্যু ৭৫১ হি.) এবং ইবনু আবদিল হাদী (মৃত্যু ৭৪৪ হি.) (রহিমাহুমুল্লাহ)। সেই সাথে তাঁর দুই ছেলে, ইবরাহীম এবং শারাফুদ্দীন আবদুল্লাহ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) ষাটের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কিতাবাদি এবং রচনাশৈলী বেশ অন্তরস্পর্শী। নিপুণতায়, সূক্ষ্মতায়, মত প্রমাণে দৃঢ়তায় এবং গবেষণায় গভীরতার ছাপ মেলে এসবে।

তাঁর রচিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম আরবিতে দেয়া হলো, যেন পড়তে ইচ্ছুক পাঠকগণ সহজেই তা খুঁজে পান:

ফিকহ এবং উসূল সম্পর্কিত:

١. إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،

٢. اَلطُّرُقُ الْحُكْمِيَّةُ،

٣. إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ فِيْ حُكْمِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ،

٤. تُحْفَةُ الْمَوْدُوْدِ بِأَحْكَامِ الْمَوْلُوْدِ،

[৫] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ, ১৪/২৩৪।

٥. أَحْكَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ،

٦. الْفُرُوْسِيَّةُ

হাদীস এবং সীরাহ বিষয়ে:

١. تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ وَإِيْضَاحُ مُشْكِلَاتِهِ،

٢. اَلْمَنَارُ الْمُنِيْفُ فِي الصَّحِيْحِ وَالضَّعِيْفِ،

٣. فَوَائِدُ حَدِيْثِيَّةٌ،

٤. جَلَاءُ الْأَفْهَامْ،

٥. زَادُ الْمَعَادِ فِيْ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ

আকীদা বিষয়ে:

١. اِجْتِمَاعُ الْجُيُوْشِ الْإِسْلَامِيَّةِ،

٢. اَلصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعَطِّلَةِ،

٣. شِفَاءُ الْعَلِيْلِ فِيْ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيْلِ،

٤. هِدَايَةُ الْحَيَارَى فِيْ أَجْوِبَةِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى،

٥. اَلْكَافِيَةُ الشَّافِيَةُ،

٦. كِتَابُ الرُّوْحِ

আখলাক ও তাযকিয়ার বিষয়ে:

١. مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ بَيْنَ مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ،

٢. اَلْجَوَابُ الْكَافِيْ لِمَنْ سَأَلَ عَنِ الدَوَاءِ الشَّافِيْ، (اَلدَّاءُ وَالدَّوَاءُ)

٣. اَلْوَابِلُ الصَّيِّبُ مِنَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ،

٤. اَلْفَوَائِدُ،

٥. اَلرِّسَالَةُ التَّبُوْكِيَّةُ،

٦. مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ وَمَنْشُوْرُ وِلَايَةِ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ،

٧. عُدَّةُ الصَّابِرِيْنَ وَذَخِيْرَةُ الشَّاكِرِيْنَ

উলুমুল কুরআন বিষয়ে:

١. اَلتِّبْيَانُ فِيْ أَقْسَامِ الْقُرْآنِ،

٢. اَلْأَمْثَالُ فِي الْقُرْآنِ

আর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে লিখেছেন بَدَائِعُ الْفَوَائِدِ নামক চমৎকার একটি কিতাব।

এছাড়া ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর রেখে যাওয়া কাজের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'তাফসীরু ইবনিল কাইয়্যিম' এবং 'তাফসীরুল-মুনীর'।

আলিমদের চোখে যেমন ছিলেন

ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'তাফসীর ও উসূলুদ্দীন বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। দুটো বিষয়েই তিনি অনেক উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন। তদ্রূপ হাদীসের ময়দানেও। নিগূঢ় অর্থ বোঝার পাশাপাশি সূক্ষ্ম এবং যৌক্তিক হুকুম-আহকাম বের করতে পারতেন। ফিকহ, উসূল এবং ভাষাজ্ঞানেও তিনি সমান পারদর্শীতার ছাপ রেখে গেছেন। অকৃত্রিম খেদমত করে গেছেন ইলমের এসকল শাখায়। এছাড়া বালাগাত (আরবি ভাষার অলংকার শাস্ত্র), ব্যাকরণ, সুলূক এবং তাসাউফে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি।'[৬]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'তিনি ছিলেন বীরত্বপূর্ণ আত্মা এবং অঢেল জ্ঞানের অধিকারী। আলিমদের বিভিন্ন অভিমত এবং সালাফদের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন।'[৭]

তিনি আরও বলেন,

'শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-এর আদর্শের অদ্বিতীয় উদাহরণ

[৬] ইবনু রজব, যাইলু তবাকাতিল হানাবিলাহ, ৪/৪৪।

[৭] ইবনু হাজার, আদ-দুরারুল খামিনাহ, ৪/২১।

হলেন তাঁর বিখ্যাত ছাত্র শাইখ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)। অসংখ্য গ্রন্থের রচিয়তা। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যক্তিগত মত এবং যেসব মতকে তিনি সমর্থন করেছেন— এগুলোর ভাণ্ডার ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর গ্রন্থসমূহ। ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-এর অবস্থান সম্পর্কে জানতে তাঁর রচনাবলির দিকে তাকানোই যথেষ্ট।'

হাফিজ ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'তিনি উলূমুদ-দ্বীনে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে তাফসীর ও উসূল বিষয়ে।'[৮]

তিনি আরও বলেন,

'আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল মুহিব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর এক চিঠিতে বলেছেন, "আমি আমাদের শাইখ মিযযী (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, "ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) কি ইবনু খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ)-এর সমস্তরের ছিলেন?" তিনি বলেন, "ইবনু খুযায়মা তাঁর যুগে যেমন (মহান) ছিলেন, ইবনুল কাইয়্যিম-ও ছিলেন তাঁর যুগে তেমনই মহান।'

সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তাঁর কিতাবাদির কোনো তুলনা হয় না। তাফসীর, হাদীস, কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, আরবি ভাষায় তাঁর উদ্যম তাঁকে 'ইমাম' স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।'[৯]

মোল্লা আলি ক্বারী হানাফি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে কেউ 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থটি পড়বে, তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তাঁরা (অর্থাৎ ইবনু তাইমিয়্যা ও ইবনুল কাইয়্যিম) ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মহান ইমাম এবং এই উম্মাতের আউলিয়ায়ে কিরামদের অন্তর্ভুক্ত।'[১০]

কাযী বুরহানুদ্দীন যুর'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর কথার সাথে যোগ করে বলেন,

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَوْسَعُ عِلْمًا مِّنْهُ

'আসমানের নিচে তাঁর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই।'

---

[৮] ইবনু নাসিরুদ্দীন, আর-রদ্দুল ওয়াফির, ৬৯।

[৯] সুয়ূতি, বুগয়াতুল উআহ, ১/৬২।

[১০] মোল্লা আলি ক্বারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/২৫১।

মৃত্যু

৭৫১ হিজরির রজব মাস। ১৩ তারিখ রাতে এই মহান ইমাম আমাদের ছেড়ে চলে যান। চলে যান সেই মহান সত্তার সান্নিধ্যে, যাঁর জন্য তিনি দুনিয়ায় প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। আল্লাহ তাঁর রূহকে রহমতের চাদরে ঢেকে দিন। আমীন।

একটি প্রশ্ন

একবার ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে একটি প্রশ্ন এলো:

'জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সে জানে এই অবস্থা চলতে থাকলে তার দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। তার ব্যাপারে অধিকাংশ আলিম ও ইমামগণ কী পরামর্শ দিবেন? উল্লেখ্য, সে এসব পরীক্ষা কাটিয়ে উঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পরীক্ষা ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এ থেকে বাঁচার উপায় কী? কীভাবে সে এসব পরীক্ষা থেকে মুক্তি পাবে?

(প্রশ্নকারী আরো বলল) আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে পরীক্ষায় জর্জরিত ব্যক্তির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।'[১]

পাঠক! বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এই প্রশ্নেরই উত্তর।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এই প্রশ্নের যে অসাধারণ উত্তর দিয়েছেন,

---

[১] এটি মূলত একটি হাদীস। পাঠকের সুবিধার্থে পুরো হাদীসটি দেয়া হলো—
আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের পার্থিব কোনো দুর্ভোগ দূর করবে, আল্লাহ তার কিয়ামাতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোনো একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম এমন কোনো ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন।
যে ব্যক্তি এমন পথে চলে—যাতে সে (দ্বীনি) বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত আচ্ছাদিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত (ফেরেশতা)দের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্‌গামী করেছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক কাজ করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।'— মুসলিম, ২৬৯৯; তিরমিযি, ১৪২৫; আবূ দাউদ, ১৪৫৫; ইবনু মাজাহ, ২২৫; আহমাদ, ৭৩৭৯।

সেটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী ছিল। প্রশ্নকর্তা যদি জানতো, একদিন তার এই প্রশ্নের কারণে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবে! যদি জানতো, এই প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে সকল রোগাক্রান্ত অন্তরের জন্যে প্রতিষেধক হবে, তাহলে হয়তো সেদিন তার হৃদয় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে যেতো। তিনি সেদিন কত উপকারী একটি প্রশ্ন করেছিলেন! আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

সত্যিই, একটি উত্তম প্রশ্ন অহেতুক হাজারটি প্রশ্নের চেয়ে উত্তম।

এ গ্রন্থটির ওপর দারস দিতে গিয়ে শাইখ আবদুর রাযযাক আল-বাদার (হাফিজাহুল্লাহ) এই বিষয়টির প্রতিই আলোকপাত করেছেন। তিনি তার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

'তোমরা যদি আলিমদের কিতাবের দিকে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে, বহু কিতাব রচনার পেছনে একটি বরকতপূর্ণ প্রশ্ন থাকে। নেক নিয়তে, কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন করা হয়; সেই প্রশ্নের ফলে প্রশ্নকর্তা যেমন উপকৃত হয়, তেমনি মুসলিমরাও উপকৃত হয়। যেহেতু প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের কারণেই সবাই উত্তরটি জানতে পারলো, তাই এর একটি প্রতিদান সে-ও লাভ করবে। আর দান-দক্ষিণায় আল্লাহ তো অতুলনীয়।'[২]

এই গ্রন্থের প্রশংসায় শাইখ বকর আবূ যাইদ (রহিমাহুল্লাহ)[৩] বলেন,

'এটি এমন এক গ্রন্থ, যাতে ইলমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় লুকিয়ে আছে; এতে ইলমের নিগুঢ় বাস্তবতা ও আত্মজিজ্ঞাসার চমৎকার নজির মেলে। প্রত্যেক জ্ঞান-অন্বেষণকারীর জন্য এটি অবশ্যপাঠ্য।'[৪]

শাইখ আবুস সামাহ আবদুয যাহির[৫] (রহিমাহুল্লাহ) এই গ্রন্থের এক সংস্করণের ভূমিকার শেষে উল্লেখ করেছেন, 'তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সালাফদের পথ ও কর্মপন্থা কেমন ছিল, এর দিক-নির্দেশনা পেয়েছেন।'[৬]

এমন একটি মহামূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করতে পেরে আমি আল্লাহর প্রতি শোকর

---

[২] শাইখ আবদুর রাযযাক আল-বাদার, শারহুদ-দাই ওয়াদ-দাওয়া, আদ-দারসুল আউয়াল।

[৩] শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)-সহ বহু জগদ্বিখ্যাত আলিমদের উস্তায।

[৪] বকর আবূ যাইদ, ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ হায়াতুহু, আসারুহু, মাওয়ারিদুহু, ২৪৬।

[৫] বাদশা আবদুল আযীযের আমলে মাসজিদুল হারামের ইমাম এবং শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া মিশরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন সেই যুগে। মৃত্যু ১৩৭০ হিজরি।

[৬] যিরিকলি, আল-আ'লাম, ৪/১১।

আদায় করছি। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অধমের প্রতি অপার্থিব দয়ার পরিচয়।

ছাত্র বয়স হতেই ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচনাবলীর প্রতি আমি বিশেষ আগ্রহ অনুভব করতাম। কোনো গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি পাওয়া মানেই যেন বিশেষ কিছু পাওয়া! হয়তো সেই ভালোবাসার ওসীলায় আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন একটি কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। সকল তারীফ আল্লাহর, যাঁর সাহায্য ছাড়া একটি অক্ষরও লেখার সামর্থ্য নেই।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা শিক্ষক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যাঁর রেখে যাওয়া আদর্শই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর আনীত প্রতিটি বিধানে আমরা সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। আল্লাহ আমাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন, আমাদের আমল কবুল করুন।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতো একজন সাহিত্যিক, দার্শনিক ইমামের রচনা বোঝা যত কঠিন, সেই তুলনায় এর অনুবাদ করা আরও কঠিন। শাইখের ভাষাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি এত উন্নত যে, বাংলায় উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতেই মাঝে মাঝে লম্বা সময় ব্যয় করতে হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি যেন লেখকের মূলভাব বজায় রাখা যায়। আমার জানামতে অনুবাদে কোনো খিয়ানত করিনি। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি সৌদি আরবের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজের অধ্যাপক ড. আহমাদ ইবনু উসমান আল-মাযীদ কর্তৃক লিখিত 'আদ-দাউ ওয়াদ দাওয়া' গ্রন্থের সারসংক্ষেপ অনুসরণ করেছি। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণভাবে ড. আহমাদের গ্রন্থের ওপর নির্ভর না করে, যেসব স্থানে বিস্তর আলোচনা পাঠকের জন্য উপকারী মনে করেছি, মূলগ্রন্থ থেকে সেগুলো টুকে দিয়েছি। ফলে, সংক্ষিপ্ত কিতাবটি ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার হলেও অনূদিত গ্রন্থটি দু'শ পৃষ্ঠা ছাড়িয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচনাবলী সাধারণত গবেষণাধর্মী হয়। অতি আবেগপূর্ণ নয়, আবার একেবারে কাঠকঠিনও নয়, তিনি মাঝপথে হাঁটেন। তাই তাঁর গ্রন্থ দ্বারা যেভাবে উলামা-মাশায়েখগণ উপকৃত হোন, তেমনিভাবে সাধারণ পাঠকও বহু উপকার লাভ করেন।

আত্মশুদ্ধির জগতে যাঁদের কিতাব অমূল্য পাথেয় হিসেবে সারাবিশ্বে বিখ্যাত,

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁদের একজন, যিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)-এর সুযোগ্য ছাত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের উপর রহম করুন।

আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পড়তে শুরু করুন।

একটি করে পাতা পড়া শেষ হবে আর আমরা জানতে থাকবো, কীভাবে একজন বান্দা পাপের অকূল দরিয়া ছেড়ে আনুগত্যের জমিনে ফিরে আসতে পারে। আমরা জানবো, পাপের কারাগার হতে মুক্তি ও আনুগত্যের স্বাধীনতা অর্জনের বয়ান এবং শুনবো পাপের জবানবন্দী! আমরা আরও জানবো কীভাবে একজন বান্দা নিরাপদে পাপের চোরাফাঁদ থেকে বেরিয়ে আল্লাহর নৈকট্য-প্রাপ্তদের শিবিরে শামিল হবে।

আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন।

মহিউদ্দিন রূপম
mohiuddinrupom1415@gmail.com
২৬.৮.২০২০ ইং

প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। যিনি পুরা বিশ্বের প্রতিপালক।

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের সাথে তার ওষুধও পাঠিয়েছেন।'[৭]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ

'প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে। যখন রোগের ওষুধ গ্রহণ করা হয়, তখন আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে।'[৮]

কুরআনে আরোগ্য রয়েছে : অন্তর, রূহ এবং দেহ—প্রতিটির রোগের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। নবিজি ﷺ অজ্ঞতাকে একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এর চিকিৎসা হলো জিজ্ঞাসা করা। আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন কুরআন হচ্ছে শিফা, এতে আরোগ্য রয়েছে। তিনি বলেন,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

---

[৭] বুখারি, ৫৬৭৮।

[৮] মুসলিম, ২২০৪।

"আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তাহলে ওরা অবশ্যই বলতো, 'এর আয়াতগুলো (বোধগম্য ভাষায়) বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য! এর ভাষা অনারবী অথচ (রাসূল) আরবি।' বলো, যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য এটি পথনির্দেশক ও শিফা।"[৯]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য শিফা (আরোগ্য) ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[১০]

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এখানে مِنْ হরফটি بَيَانُ الْجِنْسِ বা পুরো শ্রেণি বোঝাতে এসেছে, اَلتَّبْعِيْضُ বা আংশিক বোঝাতে নয়। এর অর্থ পূর্ণ কুরআনই শিফা, যেমনটা পূর্বের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন। অন্তরের রোগ, অর্থাৎ অজ্ঞতা, সন্দেহ এবং সংশয়ের বিপরীতে কুরআন হলো শিফা। রোগ দূরীকরণে আল্লাহ তাআলা আসমান হতে এমন কোনো শিফা অবতীর্ণ করেননি, যা কুরআনের তুলনায় অধিক কল্যাণকর, সেরা কিংবা ফলপ্রসূ।

আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তখন আমরা সফরে ছিলাম। (পথিমধ্যে এক স্থানে) আমরা থামলাম। এক বালিকা এসে বললো, 'এখানকার গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষেরা বাড়িতে নেই। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন?' আমাদের মধ্য থেকে একজন বালিকাটির সঙ্গে গেল। আমরা জানতাম না যে সে ঝাড়-ফুঁক জানে। সে ওখানে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক করলো এবং গোত্রের সরদার সুস্থ হয়ে উঠলো। পরে সর্দার খুশি হয়ে তাকে ত্রিশটি বকরি হাদিয়া দেন এবং আমাদের সবাইকে দুধ পান করান। ফেরার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ভালোভাবে ঝাড়-ফুঁক করতে জানো তো? সে বললো, 'না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) দিয়েই ঝাড়-ফুঁক করেছি।' আমরা তখন বললাম, 'যতক্ষণ না আমরা নবি ﷺ-এর কাছে পৌঁছে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না।' এরপর মদীনায় পৌঁছে নবিজি ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, 'সে কীভাবে জানলো যে (সূরা ফাতিহা) আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা

[৯] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৪।

[১০] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২।

যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বণ্টন করে নাও এবং আমার জন্যেও এক ভাগ রেখো।'[১১]

এই ওষুধ তার রোগ এমনভাবে দূর করে দিয়েছে যে, তার সুস্থতা দেখে বোঝা ভার ইতিপূর্বে তার কিছু হয়েছিল। কতই না সহজ ওষুধ এটি! বান্দারা যদি এর সদ্ব্যবহার জানতো, সূরা ফাতিহা তাদের তাক লাগিয়ে দিতো। এর প্রভাব দেখে হতবাক হয়ে যেতো সবাই।

আমি তখন মক্কায় ছিলাম। বেশ কয়েক ধরনের রোগে আক্রান্ত হই। আর এদিকে না পাচ্ছিলাম কোনো ডাক্তার, না কোনো ওষুধ। ফলে উপায়-অন্ত না দেখে সূরা ফাতিহা দিয়েই নিজের চিকিৎসা শুরু করে দিলাম। সত্যিই, সেদিন এর বিস্ময়কর প্রভাব দেখে আমি অবাক হয়েছি। এরপর থেকে যখনই শুনেছি কেউ ব্যথায় ভুগছে, এই ব্যবস্থাপত্র গ্রহণের উপদেশ দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই অল্প সময়ের ব্যবধানে সুস্থও হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ।

আরোগ্য লাভে তারতম্যের কারণ: এখানে একটি বোঝার বিষয় আছে। যিকর-আযকার, কুরআনের আয়াত এবং দুআর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করার বিষয়টি সত্য ও প্রমাণিত। এগুলো দিয়ে যে রুকইয়াহ করা যায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিঃসন্দেহে এসবের মধ্যে কল্যাণ ও আরোগ্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে সেগুলো হতে হয় এমন সব ক্ষেত্রে, যেখানে তা কার্যকর হওয়ার অবস্থা বিদ্যমান থাকে। তা ছাড়া রাকী বা ঝাড়ফুঁককারীর প্রবল হিম্মত এবং সেগুলো দ্বারা রোগীর প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টিও এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কাজেই আরোগ্য লাভ হওয়ার পেছনে তারতম্যের কারণ হলো—রাকীর প্রভাব গ্রহণে দুর্বলতা, অথবা রুকইয়াহ কার্যকর হওয়ার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র না হওয়া, কিংবা রোগীর ভিতরেই শক্তিশালী কোনো প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকা। যেমন ইন্দ্রিয়প্রবণ রোগ ও ওষুধের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়।

ওষুধের কার্যহীনতা কখনও কখনও সেই ওষুধের গ্রহণযোগ্যতা না থাকার কারণেও হয়। আবার কখনও তা গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন কোন প্রতিবন্ধকতা তার কার্যকারিতাকে নষ্ট করে দেয়। কেননা স্বাভাবিক নিয়ম হলো উপযুক্ত ওষুধ যখন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হবে, তখন এর কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে এবং সে অনুযায়ী দেহ উপকৃত হতে থাকবে। তাই অন্তর যখন এমন ঝাড়ফুঁককারীর সম্মুখীন হয়,

[১১] বুখারি, ৫০০৭; মুসলিম, ২২০১।

যার মধ্যে কবুলযোগ্য সকল গুণ বিদ্যমান, পাশাপাশি সেই ব্যক্তি উঁচু হিম্মতেরও অধিকারী, তখন সহজে রোগ দূর হয়। ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

এ জন্য সাহাবি আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

> ‘স্বাদের জন্য খাবারে একটু লবণ হলেই যেমন যথেষ্ট, তেমনিভাবে দুআ কবুলের জন্য দ্বীনদারিতাই যথেষ্ট।’[১২]

[১২] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ২৯২৭২; আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আয-যুহ্দ, ৭৮৯।

দুআ: একটি উপকারী ওষুধ

দুআ সবচেয়ে উপকারী ওষুধগুলোর একটি। সে বিপদের শত্রু, বিপদকে হটিয়ে দেয়। দুআ বিপদকে আপতিত হতে বাধা দেয়, ওপরে পাঠিয়ে দেয় অথবা বিপদের মাত্রা কমিয়ে আনে। নিশ্চয়ই দুআ মুমিনের হাতিয়ার।

বিপদের সাথে দুআর অবস্থা তিন রকম:

এক. দুআ বিপদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী, এক্ষেত্রে দুআ বিপদকে প্রতিহত করে।

দুই. দুআ বিপদের তুলনায় দুর্বল, ফলে বিপদ বেড়ে যায় এবং বান্দা বিপদাক্রান্ত হয়। তবে দুআ দুর্বল হলেও কার্যকরী হয়, কেননা দুআ বিপদের মাত্রা কমিয়ে আনে।

তিন. বিপদ ও দুআ—উভয়ই যখন শক্তিশালী, তখন একটি অপরটিকে রুখে দেয়।

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।'[১৩]

দুআ কবুলে প্রতিবন্ধকতা

দুআ কবুলের পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা দুআর প্রভাব ও কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। যেমন, বান্দার তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা, দুআর প্রতিদান পাওয়ার জন্য অস্থিরতা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে বান্দা হতাশ হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়।

আসলে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটি বীজ অথবা চারা রোপণ করে;

[১৩] তিরমিযি, ৩৩৭৩; ইবনু মাজাহ, ৩৮২৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৯৭১৯।